যুগান্তর

তারিখ ... 22 MAY 2005 ...
পৃষ্ঠা - ১৭ কলাম - ৭

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পোস্টিং-বদলি নিয়ে তদবির বাণিজ্য

নিয়োগপত্র না পেয়েও বিসিএস মনোনীতদের ভিড়

যুগান্তর রিপোর্ট

চাকরির নিয়োগপত্র পাওয়ার আগেই তদবির! এ ধরনের ঘটনা ঘটছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। ২৪তম বিসিএসের সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগের জন্য মনোনীত প্রার্থীরা অর্থের বিনিময়ে নিজের পছন্দমতো কলেজে পোস্টিং পেতে রীতিমতো তদবিরযুদ্ধে নেমে গেছেন। আর এ সুযোগে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা শুরু করেছেন তদবির-বাণিজ্য। এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যরাও।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, প্রতিদিন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অসংখ্য দর্শনার্থী ভিড় জমাত। তাদের অধিকাংশই নিয়োগের জন্য মনোনীত। তারা পছন্দের কলেজে পোস্টিং পেতে তদবিরে ব্যস্ত। এছাড়াও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক দর্শনার্থী আসেন বদলি তদবিরের জন্য। এসব দর্শনার্থী মন্ত্রণালয়ের একশ্রেণীর অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীর সহায়তার মোটা অংকের বিনিময়ে ঢাকা শহরের নামকরা কলেজে অথবা ঢাকার আশপাশে ভাল কলেজে পোস্টিংয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়। ঢাকায় পোস্টিংয়ের নিশ্চয়তা দিতে না পারলে মোটা অংকের বিনিময়ে দেশের বিভিন্ন জেলা শহরে অবস্থিত নামকরা কলেজসহ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে পোস্টিং পেতেও তদবির-বাণিজ্য চলছে। এসব বাণিজ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা সরাসরি জড়িত বলেও অভিযোগ উঠেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর নিজ হাতে কিছু কিছু সুপারিশ থাকলেও ওই বিভাগের কর্মকর্তা নয়-ছয় বুঝিয়ে সেসব কাজ করেন না। কিন্তু 'নিজস্ব চ্যানেল' মারফত কেউ এলে তার কাজ সহজেই হয়ে যায়। 'বদলি কেসের' জন্য ২০ হাজার টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুষ নেয়া হয়। বর্তমানে পোস্টিং-বাণিজ্য চলছে বলে মন্তব্য করে মন্ত্রণালয়ের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা বলেন, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে নিজের আত্মীয়স্বজনের জন্য সুপারিশ করলে ওই কর্মকর্তা সোজা বলে দেন নিয়ম অনুযায়ী পোস্টিং দেয়া হচ্ছে। কিন্তু একটা চ্যানেলের মাধ্যমে গেলে আর নিয়ম থাকে না এবং অর্থের বিনিময়ে পোস্টিং নির্ধারণ হয়ে যাচ্ছে বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার এ 'ঘুষ-বাণিজ্যের' কথা মন্ত্রণালয়ের সবারই জানা।

জানা যায়, চাকরি পাওয়ার আগেই 'প্রভাষক' হিসেবে নিজেকে উল্লেখ করে অনেকে শিক্ষা সচিব বরাবর আবেদনও করেছেন পছন্দ মতো কলেজে পোস্টিং পেতে। একজন সিনিয়র কর্মকর্তা বলেন, বিধি অনুযায়ী নিয়োগপত্র হাতে পাওয়ার আগেই এভাবে প্রভাষক দাবি করে কেউ আবেদন করতে পারেন না। মৌখিক অনুরোধ করতে পারেন। অপর এক কর্মকর্তা বলেন, 'আমরা প্রশাসন ক্যাডারের। আমরা আমাদের মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে যাওয়ার সাহস পাই না। আর শিক্ষা ক্যাডারের প্রার্থীরা চাকরি পাওয়ার আগেই সচিবের সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রতিদিন ভিড় জমাচ্ছেন।'

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুকের সভাপতিত্বে একটি মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, ২৪তম বিসিএসের শিক্ষা ক্যাডারের জন্য মনোনীত প্রার্থীদের সর্বপ্রথমে উপজেলা পর্যায়ে পোস্টিং দিতে হবে। এরপর পদ খালি থাকাসাপেক্ষে জেলা-বিভাগ এবং ঢাকা শহরে পোস্টিং দিতে হবে। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সিনিয়র কর্মকর্তারা মন্তব্য করেছেন, তদবির-বাণিজ্যের কাছে এ নির্দেশ গুরুত্বহীন।

জানা যায়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশ আছে প্রতিদিন একটি মন্ত্রণালয় থেকে ১৫টির বেশি পাশ ইস্যু করা যাবে না। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এখন প্রতিদিন এ সংখ্যার ৭/৮ গুণ বেশি দর্শনার্থীর আনাগোনা চোখে পড়ে। এ সুযোগে মন্ত্রণালয়ে কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যরা দর্শনার্থীর কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দফতরে ঢুকতে দেয়। ঘুষ দিতে না পারলে গেটে আটকে দেয়া হয়।